সাপ্তাহিক
বর্ণমালা
Weekly Bornomala
সময়ের নির্ভিক সাক্ষী

বুধবার, ২৩ পৌষ , ১৪১৬ বঙ্গাব্দ · Wednesday, January 27, 2010 - Special Issue

পাঁচ খুনীরই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

(বাঁ থেকে) সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান, সৈয়দ ফারুক রহমান, বজলুল হুদা, মহিউদ্দিন আহমেদ (আর্টিলারি) এবং এ কে এম মহিউদ্দিন আহমেদ (ল্যান্সার)

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পাঁচ ঘাতকের ফাঁসি বুধবার গভীর রাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কার্যকর হয়েছে। বাংলাদেশের স্থপতির ঘাতকদের ফাঁসির এ রায় কার্যকরের মধ্য দিয়ে জাতি আজ ৩৪ বছর পাঁচ মাস পর অভিশাপ থেকে মুক্ত হল। বুধবার ৫ ঘাতকের রিভিউ আবেদন খারিজ করেন সুপ্রিমকোর্ট। এর মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে শেষ হওয়ার পর ৫ আসমির ফাঁসির রায় কার্যকরের বাধা দূর হয়। সারাদেশে কঠোর নিরাপত্তা আর কারাগারে রেড এলার্টের মধ্য দিয়ে সকল জল্পনা-কল্পনা শেষে বঙ্গবন্ধুর পাঁচ খুনিকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে রায় কার্যকর করা হয়। প্রথম দফায় মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে মেজর (অব.) বজলুল হুদা ও মেজর মহিউদ্দিন আর্টিলারির। এর আগে বুধবার সারাদিন সংক্ষিপ্ত সময়ে ফাঁসির যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। কাশিমপুর কারাগার থেকে কেন্দ্রীয় কারাগারে আনা হয় ৫ জল-াদকে। ফাঁসির মঞ্চের পাশে টানানো হয় শামিয়ানা। অতিরিক্ত লাইট জ্বালিয়ে চারদিক আলোকিত করা হয়। র‌্যাব, পুলিশ ও বিডিআর মোতায়েন করে গড়ে তোলা হয় তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা। জল-াদ দলের নেতৃত্ব দেয় কুখ্যাত খুনি এরশাদ সিকদারসহ ১৭ জনের ফাঁসি কার্যকর করার অভিজ্ঞ জল-াদ শাহজাহান।

রাত ১০টায় সিভিল সার্জন মুশফিকুর রহিম প্রবেশ করেন কারাভ্যন্তরে। এর আগে কেন্দ্রীয় কারাগার সংলগ্ন নাজিম উদ্দিন রোডসহ আশপাশের দোকানপাট বন্ধ করে দেয় পুলিশ। চারদিকের উঁচু ভবনের ছাদে বসানো হয় পুলিশ প্রহরা। যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। রাত ১১টার দিকে আইজি প্রিজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আশরাফুল ইসলাম খান, ঢাকা জেলা প্রশাসক জিল-ার রহমান ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অমিতাভ সরকারের নেতৃত্বে চারজন ম্যাজিস্ট্রেট কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রবেশ করেন। স্বরাষ্ট্র সচিব আবদুস সোবহান শিকদার রাতে কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রবেশ করেন। এর পরপরই মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ৫ আসামির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। ফাঁসি কার্যকরের জন্য মঞ্চের চারদিকে শামিয়ানা টানানো হয়। রাত ১১টার দিকে আনা হয় ৫টি কফিন। সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ আসামিদের রিভিউ আবেদন খারিজ করে দেয়ার পর থেকেই কারাগার, অফিস-আদালত, সচিবালয়সহ সর্বত্র একই আলোচনা চলছিল কখন ফাঁসি কার্যকর হবে। সুপ্রমকোর্টের আপিল বিভাগ সকাল ৯টা ২৭ মিনিটে মাত্র ২ মিনিটের রায়ে পাঁচ আসামির রিভিউ আবেদন খারিজ করে দেন। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে আদালতের রায় পৌঁছে যায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। এরপর থেকেই শুরু হয়ে যায় কারা কর্তৃপক্ষের তোড়জোড়। রিভিউ পিটিশনের রায় পাঁচ আসামিকে পড়ে শোনানোর পর সৈয়দ ফারুক রহমান রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন করেন বলে জানান। বেলা আড়াইটায় তিনি আবেদন করেন। সঙ্গে সঙ্গে তা পাঠিয়ে দেয়া হয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। সেখান থেকে আইন মন্ত্রণালয়ের মতামতসহ পাঠানোর পর প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে তা পাঠিয়ে দেয়া হয় রাষ্ট্রপতির কাছে। সন্ধ্যায় বঙ্গভবন থেকে তা ফেরত পাঠানো হয়। পাঁচ আসামির অপর তিনজন একেএম মহিউদ্দিন, মহিউদ্দিন আহমেদ ও বজলুল হুদা এর আগে ১৭ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন জানান। ওইদিনই রাষ্ট্রপতি তা নাকচ করে দেন। এরপর পাঁচ আসামির পক্ষে রিভিউ পিটিশন দাখিল করা হয়। তিন দিন শুনানি শেষে তা চূড়ান্তভাবে খারিজ করে দেন আদালত। এদিকে অপর আসামি শাহরিয়ার রশিদ কারা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেন, তিনি প্রাণভিক্ষার আবেদন করবেন না। যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর সন্ধ্যায় ফারুক রহমানের প্রাণভিক্ষার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়ে বঙ্গভবন থেকে কারাগারে ফেরত পাঠানো হয়। এর মাধ্যমে ফাঁসি কার্যকরের সব আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আইনি সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর কারা কর্তৃপক্ষ একই কারাগারে একে একে পাঁচজনকে ফাঁসির রশিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে। ১৯ নভেম্বর ঐতিহাসিক এক রায়ে সপরিবারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কারাবন্দি পাঁচ আসামির আপিল খারিজ করে হাইকোর্টের রায় বহাল রাখেন আপিল বিভাগ। ৩ জানুয়ারি ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ আবদুল গফুর আসামিদের মৃত্যু পরোয়ানা জারি করেন। দীর্ঘ সাড়ে ৩৪ বছরের ইতিহাসের এ জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের গ-ানি বয়ে বেড়াতে হয় জাতিকে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আগে একবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ইনডেমনিটি আইন বাতিল করার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচারের পথ খুলে দেন। এরপর পিতার খুনিদের বিচার শুরু করলেও তার আমলে বিচার সম্পন্ন হয়নি। বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অন্যতম নির্বাচনী ইশতেহার ছিল বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ফাঁসির রায় কার্যকর করা। আজ সেই (এরপর ৩ পাতায়)

শেখ হাসিনার শোকরানা নামাজ আদায়

ইউএনবিঃপ্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ফাঁসি কার্যকর হবার পর গতকাল রাতে শোকরানা নামাজ আদায় করেন। মধ্যরাতে প্রধানমন্ত্রী তার সরকারি বাসভবন যমুনায় বসে খুনিদের ফাঁসি কার্যকরের খবর শোনার পর শোকরানা নামাজ আদায়ের পাশাপাশি পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত করেন।

SE CI

স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দ্রুত নিরাপদে দেশে অর্থ পাঠান

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী, ইনক

সোনালী ব্যাংকের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

Licensed as international money transmitter by the Bankign department of the states of NY, CA, MD, NJ, MI & GA

সম্মানিত গ্রাহকদের সুবিধার্থে আমাদের কতিপয় শাখায় কার্য সময় সেপ্টেম্বর, ২০০৩ থেকে বাড়ানো হলো

Manhattan Branch : Monday-Friday 10:00AM-05:00PM
Saturday 10:00AM-02:00PM

Brooklyn Branch : Monday-Friday 10:00AM-05:00PM
Saturday 10:00AM-06:00PM
Sunday 11:00AM-03:00PM

Jackson Heights Branch : Monday- Friday 09:00AM-7:00PM
Saturday 09:00AM-06:00PM
Sunday 11:00AM-05:00PM

Astoria Banch : Monday-Friday 10:00AM-05:00PM
Saturday 10:00AM-06:00PM

Atlanta Branch : Monday-Friday 10:00AM-05:00PM
Saturday 10:00AM-02:00PM

Michigan Branch : Monday-Friday 10:00AM-05:00PM
Saturday 10:00AM-06:00PM

Paterson Branch : Monday-Friday 10:00AM-05:00PM
Saturday 10:00AM-02:00PM

বর্তমান বিনিময় হার ১ ডলার = ৬৮.৭০ টাকা

কমিশনের হার নিম্নরূপ

Slabs	Regular	Express
$1 to 500	$ 6.00	$ 10.00
$ 501 to 1000	$ 11.00	$ 15.00
$ 1001 to 2000	$ 16.00	$ 20.00
$ 2001 & above	$ 18.00	$ 25.00

আপনার কষ্টার্জিত মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সোনালী এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে দেশে পাঠিয়ে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে এগিয়ে আসুন।

Website: www.sonaliexchange.com

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য আমাদের নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন ঃ

Manhattan Office
Md. Sadat Hossain
211 E 43rd St.
Suite # 1503
New York, NY 10017
Tel: 212-808-0790,
808-4085
Fax: 212-808-0791

Astoria Office
Md. Manzur Kader Mian
34-09, 30th Ave.
Astoria, NY 11103
Tel: 718-777-7001
Fax: 718-777-1237

Jackson Heights Office
Md.Rezaul Kabir
37-17, 74th St. Suite # 2R
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-507-6002,
Fax: 718-507-6295

Los Angeles Office
Md. Abu Sufian
3200 Wilshire Blvd.
Suite # 1211N
Los Angeles, CA 90010
Tel: 213-384-9600
Fax: 213-384-9670

Brooklyn Office
Akter Khondoker Hamid
493 McDonald Ave.,
2nd Fl.
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-853-9558
Fax: 718-853-9568

Atlanta Office
Md. Amir Hossain
4897 Buford Highway
Suite# 230
Chamblee, GA 30341
Tel: 770-936-9906
Fax: 770-936-9907

Michigan Office
Arif M. Shakua
11319 Conant, Suite - B
Hamtramck
Michigan 48212
Phone 313-368-3845
Fax 313-368-3897

Paterson Branch & New Jersey
Faruq Ahmed Siddique
436 Union Avenue,
Paterson, NY 07502
Tel: (973) 595-7590,
Fax: (973) 595-7591

Corporate Office : Md. Ataur Rahman, President & CEO Tel : 212-808-0790

খুনিদের পৃষ্ঠপোষক যারা

জিয়াউর রহমান

এরশাদ

খালেদা জিয়া

জসীম উদ্দিন: জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের ৩৪ বছরের ইতিহাসে আওয়ামী লীগ ছাড়া সব সরকারই বঙ্গবন্ধুর খুনিদের রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোতে চাকরি দিয়ে খুনিদের দেশের প্রতিনিধিত্ব করার 'বিরল সম্মান' দিয়েছে জিয়াউর রহমান, এরশাদ ও খালেদা জিয়ার সরকার। এই তিন সরকারের আমলে দূতাবাসগুলোতে চাকরির পাশাপাশি পদোন্নতি, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, দল গঠন ও সংসদ সদস্য হওয়ার সুযোগও পেয়েছে ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের প্রায় সবাই। এভাবে হত্যাকারীরা রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য পাওয়ায় বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারও বিলম্ব হয়েছে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের সময় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কর্মরত এবং পরবর্তীতে রাষ্টদূত ও পররাষ্ট্র সচিব হওয়া বেশ কয়েকজন কূটনীতিকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, '৭৫-এর ৩ নভেম্বর জেল হত্যার পর কিভাবে রাষ্ট্রযন্ত্র খুনিদের দেশ থেকে বের করে নেয় এবং চাকরি দিয়ে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। খুনিদের বাংলাদেশের প্রতিনিধি বানিয়ে দূতাবাসগুলোতে চাকরি দেয়াকে এক লজ্জাজনক অধ্যায় অভিহিত করেছেন সাবেক কূটনীতিকরা। তারা জানান, বঙ্গবন্ধুর খুনিদের দূতাবাসে চাকরি দেয়ার বিষয়টি পোল্যান্ডসহ কয়েকটি দেশ মেনেও নেয়নি। কোন কোন কর্মকর্তা নানাভাবে এ ঘটনার প্রতিবাদও করেছেন।

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর জেলহত্যার পর ৪ নভেম্বর বঙ্গবন্ধুর খুনিদের একটি বিশেষ বিমানে রেঙ্গুন হয়ে ব্যাংকক পাঠিয়ে দেয়া হয়। খুনিচক্রকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে দেয়ার পেছনে একটি প্রভাবশালী দেশ প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছে। ১৯৭৫ সালের ৬ নভেম্বর 'ব্যাংকক ওয়ার্ল্ড' পত্রিকায় লেখা হয় : 'ফারুক রহমান জানান, ব্যাংককে পৌঁছার পরই তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান দূতাবাসে তাদের উপস্থিতির খবর জানিয়ে দিয়েছেন এবং ঐ দুইটি দেশে তারা রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করবেন।' পরদিন 'ব্যাংকক পোস্ট' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় : জনৈক মুখপাত্র জানিয়েছেন, ফারুক আজ (৬ নভেম্বর) মার্কিন কনস্যুলেটে আসেন এবং তার ও আরো ১৬ জন অফিসারের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করেন।

পাকিস্তান সরকারের দেয়া একটি বিমানে ব্যাংকক থেকে তাদের লিবিয়া নিয়ে যাওয়া হয়। লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার গাদ্দাফি তাদের সাদরে গ্রহণ করেন। তারা বলেন, বাংলাদেশ থেকে তাদের সঙ্গে যান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন পরিচালক এবং পরবর্তীতে পররাষ্ট্র সচিব এবং বর্তমানে বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা শমসের মবিন চৌধুরী।

সব খুনিকে এক সঙ্গে লিবিয়ায় রাখা নিরাপদ নয় মনে করে ১৯৭৬ সালের ৮ জুন সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১২ জনকে বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দেন। কয়েকজন সাবেক পররাষ্ট্র সচিব ইত্তেফাককে বলেন, খুনিরা লিবিয়াতে বসে জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধেও নানা ষড়যন্ত্র করতে পারে -এই আশংকা থেকেই তাদের চাকরি দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেয়া হয়। তবে হত্যাকাণ্ডে নেতৃত্বদানকারী কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান ও কর্নেল খন্দকার আব্দুর রশীদ চাকরিতে যোগ দিতে রাজি হয়নি। তারা জিয়া সরকার ও লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফির সঙ্গে সমঝোতা করে সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে।

জিয়া সরকার যাদেরকে চাকরি দেয় তাদের মধ্যে লে. কর্নেল শরিফুল হক ডালিমকে চীন দূতাবাসে প্রথম সচিব, লে. কর্নেল আজিজ পাশাকে আর্জেন্টিনায় প্রথম সচিব, মেজর একেএম মহিউদ্দিন আহমেদকে আলজেরিয়ায় প্রথম সচিব, মেজর বজলুল হুদাকে পাকিস্তানে দ্বিতীয় সচিব, লে. কর্নেল শাহরিয়ার রশিদকে ইন্দোনেশিয়ায় দ্বিতীয় সচিব, মেজর রাশেদ চৌধুরীকে সৌদি আরবে দ্বিতীয় সচিব, মেজর নূর চৌধুরীকে ইরানে দ্বিতীয় সচিব, মেজর শরিফুল হোসেনকে কুয়েতে দ্বিতীয় সচিব, কর্নেল কিসমত হাশেমকে আবুধাবিতে তৃতীয় সচিব, লে. খায়রুজ্জামানকে মিসরে তৃতীয় সচিব, লে. নাজমুল হোসেনকে কানাডায় তৃতীয় সচিব ও লে. আবদুল মাজেদকে সেনেগালে তৃতীয় সচিব হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। ঢাকা থেকে শমসের মবিন চৌধুরী তাদের জন্য পাসপোর্ট তৈরি করে নিয়োগপত্র, ব্যাগ, জিনিসপত্র, টাকাসহ লিবিয়া যান। আর লিবিয়ায় খুনিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সবকিছু প্রস্তুত করেন সেনা কর্মকর্তা নুরুল ইসলাম শিশু।

পরবর্তীতে এরশাদ সরকার ডালিমকে বেইজিংয়ে নিয়োগ দিতে না পেরে পরে হংকংয়ে ভারপ্রাপ্ত মিশন প্রধান হিসাবে নিয়োগ দেয়। পোল্যান্ডে ডালিমকে একই পদে নিয়োগ দিলেও সে দেশের সরকার তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। এরপর লন্ডনে এরশাদ ও ডালিমের মধ্যে এক বৈঠকের ভিত্তিতে তাকে কেনিয়াতে হাইকমিশনার নিয়োগ দেয়া হয়। অন্যদের মধ্যে পরবর্তীতে আজিজ পাশা ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও রোমে দায়িত্ব পালন করে। একেএম মহিউদ্দিন আহমেদ সৌদি আরবের মিশন উপ-প্রধান হিসাবে নিয়োগ পায়। রাষ্ট্রদূত সিএম শফি সামীর দাবি অনুযায়ী তার বিরোধিতার কারণে এবং বেনজির ভুট্টো গ্রহণ করতে রাজি না হওয়ায় একই পদে মহিউদ্দিনকে করাচিতে নিয়োগ দিতে পারেননি এরশাদ। রাশেদ চৌধুরী টোকিও'র কাউন্সিলর হয়। নূর চৌধুরীকে এরশাদ আমলে আলজেরিয়ায় কাউন্সিলর হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। এর আগে সে ব্রাজিলে চার্জ দ্যা অ্যাফেয়ার্স হিসাবে দায়িত্ব পালন করে। শরিফুল হোসেন ওমানে চার্জ দ্যা অ্যাফেয়ার্স নিযুক্ত হয়। অন্যরাও পদোন্নতি পায়। তাদের জন্য পদোন্নতি, সুযোগ সুবিধা সব অবারিত ছিল। শুধু তাই নয়, এসব খুনি এরশাদ ও খালেদা জিয়া সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় রাজনীতিতে অংশ নেয় এবং রাজনৈতিক দল গঠন করে। শাহরিয়ার রশিদ ও বজলুল হুদা ১৯৮০ সালের পর প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি নামের একটি দল গঠন করে। ১৯৮৭ সালে ফারুক রহমান ও আব্দুর রশিদ গঠন করে ফ্রিডম পার্টি। পরে বজলুল হুদাও ফ্রিডম পার্টিতে যোগ দেয়। এর আগে ১৯৮৬ সালে এরশাদের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন করে লে. কর্নেল ফারুক। বজলুল হুদা ফ্রিডম পার্টির হয়ে ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে মেহেরপুর থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়। আর ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি খালেদা জিয়ার ভোটার বিহীন এক তরফা নির্বাচনে কুমিল্লা থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয় লে. কর্নেল রশিদ। এভাবে এরশাদ ও খালেদা জিয়ার আমলে খুনিরা সংসদে বসে।

খুনিরা বিভিন্ন দেশে চাকরিকালীন নানা ধরনের অনিয়ম ও বিশৃংখলা এবং চাকরিবিধি লংঘন করে দেশের ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ন করে। এদের মধ্যে ডালিম নানা জায়গায় অনেক অঘটনের জন্ম দেয়। তাকে পোল্যান্ড সরকার গ্রহণ না করায় নিয়োগের আদেশ না থাকা সত্ত্বেও সে লন্ডন চলে আসে। এরশাদের লন্ডন সফরের সময় হিথ্রো বিমান বন্দরের এলকক এন্ড ব্রাউন স্যুটে এবং পরবর্তীতে হোটেলে দীর্ঘ বৈঠক করে। অথচ সে সময় তার কোন নিয়োগপত্র ছিল না। কেনিয়া সরকার ডালিমের অকূটনীতিসুলভ আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে তার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকবার বাংলাদেশ সরকারের কাছে অভিযোগ করে। ডালিম চীনে কর্মরত অবস্থায় সেখানকার রাষ্ট্রদূত আব্দুল মমিনকেও নানাভাবে হেনস্থা করে। বজলুল হুদা পাকিস্তানে দূতাবাসের কর্মচারিদের মারধর করত। আজিজ পাশা তুরস্কের কাউন্সিলর থাকাকালীন তৎকালীন রাষ্ট্রদূতকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করে একটি কক্ষে আটকে রাখে। ওই রাষ্ট্রদূত তখন ঢাকায় এসওএস বা জরুরি উদ্ধার বার্তা পাঠিয়ে উদ্ধার পান।

তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও সাবেক পররাষ্ট্র সচিব সিএম শফি সামী বলেন, খুনিদের এভাবে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য দেয়া, দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে দেয়া ছিল জাতির জন্য এক লজ্জাজনক অধ্যায়। এ ঘটনাগুলো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে ভয়াবহ নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। আনোয়ার সাদাত বেঁচে থাকাকালীন একজন রাষ্ট্রদূত পরিচয়পত্র পেশ করতে গেলে তাকে প্রকাশ্যেই তিনি বলেছিলেন, 'আমার ট্যাংক দিয়েই তোমরা আমার বন্ধুকে হত্যা করেছ'। তিনি বলেন, ১৯৮৭ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত একেএম মহিউদ্দিনকে পাকিস্তানের করাচিতে ডেপুটি হাইকমিশনার নিয়োগ দেয়া হলে আমি তাকে মেনে নিইনি। পাকিস্তান সরকারকে জানিয়েই তিনি একেএম মহিউদ্দিনকে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, তিনি '৯২-'৯৩ সালে চীনের রাষ্ট্রদূত থাকাকালেও রাশেদ চৌধুরীকে উপ-হাইকমিশনার হিসাবে নিয়োগ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি বলেন, সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে সেভাবে সংগঠিত প্রতিবাদ না হলেও অনেকে অনেকভাবে প্রতিবাদ করেছিলেন।

১৯৭৫ সালে লন্ডনে ডেপুটি হাইকমিশনার এবং সাবেক পররাষ্ট্র সচিব ফারুক চৌধুরী বলেন, হত্যাকারীদের বিভিন্ন দূতাবাসে নিয়োগ অনেকে মেনে নিতে না পারলেও তাদের কিছু করার ছিল না। কেননা সামরিক শাসকরাই তাদের নিয়োগ দেয়, সব নিয়মকানুন তাদের হাতে। আবুধাবীতে কর্মরত থাকার সময় আমার অধীনে অভিযুক্ত কিসমত হাসেমকে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। এটা ছিল একটি অসহনীয় ঘটনা। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা হিসাবে রাষ্ট্রের নিয়োগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যায় না। নিয়োগের আদেশগুলো আসতো চিফ মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটরের অফিস থেকে। তাই আদেশগুলো আমি কখনোই খুঁজে পাইনি।

হত্যাকাণ্ডের সময় ফ্রান্সে কর্মরত সাবেক পররাষ্ট্র সচিব এটিএম নজরুল ইসলাম বলেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনেক মেধাবী কর্মকর্তার ওপরে খুনিদের সরাসরি কাউন্সিলর, প্রথম সচিবের মত উচ্চ পদে নিয়োগ দেন জিয়াউর রহমান। এরশাদও তাদেরকে পুরস্কৃত করেন। তিনি একেএম মহিউদ্দিন, শরফুল হোসেন, আজিজ পাশাকে ঢাকায় নিয়ে আসেন এবং অন্যদের উচ্চতর পদে পদোন্নতি দেন।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সময় সুইজারল্যান্ডের জেনেভা মিশনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান এবং পরবর্তীতে সচিব পদমর্যাদায় ফরেন সার্ভিস একাডেমির প্রিন্সিপ্যাল মহিউদ্দিন আহমদ এ বিষয়ে বলেন, জিয়া সরকার প্রাথমিকভাবে খুনিদের লিবিয়াতে নিয়ে গেলেও ষড়যন্ত্রের আশংকায় তাদের সবাইকে সেখানে একসঙ্গে রাখার সাহস পায়নি। তখন তাদেরকে বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দেয়। তিনি বলেন, শমসের মবিন চৌধুরী, মেজর জেনারেল নূরুল ইসলাম শিশু ঢাকা থেকে সবকিছু তদারক করেন। নূরুল ইসলাম শিশু এখন যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমাতে বাস করেন। এই দুইজন সেনাবাহিনীতে জিয়ার ঘনিষ্ঠ ছিলেন, সহকর্মী হিসাবে খুনিদেরও চিনতেন। তিনি জানান, শমসের মবিনকে আহত মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে বঙ্গবন্ধুই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চাকরি দেন। ৭৫ এ শমসের মবিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিচালক ছিলেন।

সাবেক রাষ্ট্রদূত মোস্তফা ফারুক মোহাম্মদ এমপি '৭৫ এ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ছিলেন। তিনি বলেন, এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তখন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা সময় পার করেছেন। অনেকে অফিসে আসতেন না। তেমন কোন কাজ-কর্ম করতেন না কেউ। অল্প কয়েকজন কর্মকর্তা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতেন। তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়াই খুনিদের বিদেশের বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দেয়া হয়েছে। তিনি জানান, অনেক দেশ তাদের নিয়োগ মেনে নিলেও ভিয়েতনাম, পোল্যান্ড কোন খুনিকে গ্রহণ করেনি। এমনকি পরবর্তীতে পাকিস্তানও একজনকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়।

পলাতক ৬ খুনির মার্জনা নাকচ হলে ফাঁসি কার্যকর হবে

দিদারুল আলম ঃজাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে এখনো ছয়জন পলাতক রয়েছেন। নিম্ন আদালত থেকে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া এই মামলায় কারাবন্দি ৫ খুনির ফাঁসির রায় এখন কার্যকরের অপেক্ষায়। কিন্তু পলাতক ছয়জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের প্রক্রিয়া কিভাবে সম্পন্ন হবে? এ ব্যাপারে আইন বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, পলাতক থাকায় বঙ্গবন্ধুর খুনিরা আপিল করার সুযোগ হারিয়েছেন। কারণ পলাতক থাকা অবস্থায় আপিল করা যায় না। ফৌজদারি মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আপিল করতে হলে আটক বা আত্মসমর্পণের পর তাকে কারাগারে থাকা অবস্থায় আপিল দাখিল করতে হয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ছয় খুনি লে.কর্নেল (অব.) এসএইচএমবি নূর চৌধুরী, লে. কর্নেল (অব.) শরীফুল হক ডালিম, লে. কর্নেল (অব.) খন্দকার আব্দুর রশিদ, লে.কর্নেল (অব.) এম এ রাশেদ চৌধুরী, ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল মাজেদ, রিসালদার মোসলেম উদ্দিন পলাতক রয়েছেন। তবে জানা যায়, খুনি আজিজ পাশা ২০০২ সালে জিম্বাবুয়েতে মারা গেছেন। এর ফলে তারা নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে তাদের আপিল তামাদি হয়ে গেছে। কারণ তামাদি আইনের (লিমিটেশন এ্যাক্ট) ৫ ধারা মোতাবেক ফৌজদারি মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ৬০ দিনের মধ্যে নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করতে হয়। এই সুযোগ হারানোয় তাদের আপিল তামাদি হয়ে গেছে। আইনানুযায়ী এখন আটক বা আত্মসমর্পণের পর পলাতক খুনিদেরকে কারাগারে গিয়ে আপিল করতে হবে। একইসঙ্গে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের আপিলের সঙ্গে বিলম্ব মার্জনার দরখাস্ত দাখিল করতে হবে। কি কারণে এবং কেন এতদিন আপিল করতে বিলম্ব হয়েছে তার প্রতিটি দিনের অর্থাৎ ১৩ বছরের প্রত্যেকটি ঘন্টা ও দিবসের যথাযথ কারণ দর্শাতে হবে। এই কারণ বা ব্যাখ্যা সন্তোষজনক হলে আদালত বিলম্ব মার্জনার দরখাস্ত মঞ্জুর করতে পারেন। এরপর মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তরা আপিল করার সুযোগ পাবেন। যদি আদালত বিলম্ব মার্জনার দরখাস্ত নাকচ করে দেন তাহলে দণ্ড কার্যকর করতে কোন আইনগত বাধা থাকবে না।

উল্লেখ্য, বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০৭ সালের ১৮ জুন বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার কারাবন্দী খুনি মেজর (অব:) একে মহিউদ্দিনকে (ল্যান্সার) দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। কারাগার থেকে ঐ বছরের ২৪ জুন তিনি হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেন। আপিলের সঙ্গে তাকে বিলম্ব মার্জনার দরখাস্ত দাখিল করেন। দরখাস্তে তাকে প্রায় ৯ বছরের বিলম্বের কারণ উল্লেখ করতে হয়েছিল। আদালত উক্ত দরখাস্ত মঞ্জুর করায় তিনি ঐ বছর হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

এ বিষয়ে প্রখ্যাত ফৌজদারি আইন বিশেষজ্ঞ ও সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র কৌঁসুলি এডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন ইত্তেফাককে বলেন, যেহেতু বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার দণ্ডপ্রাপ্তরা পলাতক এবং আপিল করে নাই সেহেতু তাদের মৃত্যুদণ্ড বহাল রয়েছে। আটক বা আত্মসমর্পণের পর কারাগার থেকে দণ্ডপ্রাপ্তদের বিলম্ব মার্জনার দরখাস্ত দাখিল করতে হবে।

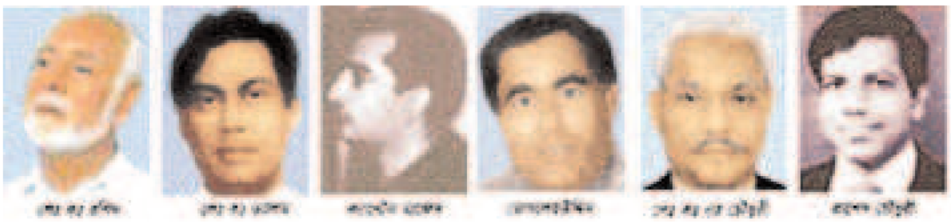

তিনি বলেন, যেহেতু আপিল বিভাগ তাদের মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখেছে তাই তাদের শুরুটা হাইকোর্ট থেকে করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ল এর পরিচালক ড. শাহদীন মালিক ইত্তেফাককে বলেন, যেহেতু মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তরা পলাতক রয়েছে সেহেতু তাদেরকে কারাগার থেকে আপিল করতে হবে। আপিলের সঙ্গে বিলম্ব মার্জনার দরখাস্ত দাখিল করতে হবে। এই দরখাস্তে কেন আপিল দায়ের করতে বিলম্ব হয়েছে তার যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে হবে। তখন রাষ্ট্রপক্ষের যুক্তি হবে এই ঐতিহাসিক রায় না জানার কারণ নেই। বিলম্ব মার্জনার দরখাস্ত যেন মঞ্জুর না হয়। তবে তা মঞ্জুর করা বা না করার এখতিয়ার আদালতের। তিনি বলেন, দরখাস্ত করলে তার ওপর শুনানি হতে হবে। দরখাস্তের ওপর হাইকোর্ট থেকে একটি সিদ্ধান্ত আসবে। তবে আদালত বিলম্ব মার্জনার দরখাস্ত প্রত্যাখ্যান করলে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের ফাঁসি কার্যকর করতে আইনগত কোন বাধা থাকবে না। কারণ তাদের ওপর আদালতের দেয়া মৃত্যুদণ্ডের রায় বহাল রয়েছে।

WeeklY Bornomala
Editor & Publisher - Mahfuzur Rahman
153 15 111 Ave, Jamaica, NY 11433
Tel: 347-753-2355/718-313-0340
Fax: 718-307-7042
Email:bornomalanews@gmail.com
news@bornomalanews.com

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার হাইকোর্টের দ্বৈত বেঞ্চের রায়

ঢাকা, জানুয়ারি ২৭ (বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম)- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলার হাইকোর্টের দ্বৈত বেঞ্চ দ্বিধাবিভক্ত রায় দেয়। দ্বৈত বেঞ্চের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি ১০ আসামির মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখে খালাস দেন পাঁচ আসামিকে। অপরদিকে অপর বিচারপতি নি্ আদালতে দেওয়া ১৫ আসামির মৃত্যুদণ্ডই বহাল রাখেন।

২০০০ সালের ১২ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় হাইকোর্টের দ্বৈত বেঞ্চ এ বিভক্ত রায় দিয়েছিল। বিচারপতি মো. রুহুল আমিন নি্ আদালতে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ১৫ আসামির ১০ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখে পাঁচ জনকে খালাস দিয়েছিলেন।

অপর বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক ১৫ জনের মৃত্যুদণ্ডই বহাল রাখেন। বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিম হাইকোর্টের তৃতীয় বেঞ্চের বিচারপতি হিসেবে চূড়ান্ত রায় দেন।

বিচারপতি মো. রুহুল আমিন তার রায়ে বরখাস্ত লে. কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান, অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান, অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল খন্দকার আবদুর রশিদ, অবসরপ্রাপ্ত মেজর বজলুল হুদা, অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল শরিফুল হক ডালিম, অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল এ এম রাশেদ চৌধুরী, লে. কর্নেল এ কে এম মহিউদ্দিন (ল্যান্সার), অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল এস এইচ বি এম নূর চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল মো. আজিজ পাশা ও অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন আবদুল মাজেদকে দেওয়া নি্ আদালতের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন।

অপরদিকে বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক তার রায়ে বরখাস্ত লে. কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান, অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান, অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল মহিউদ্দিন আহমেদ (আর্টিলারি), অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল খন্দকার আবদুর রশিদ, অবসরপ্রাপ্ত মেজর বজলুল হুদা, অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল শরিফুল হক ডালিম, অবসরপ্রাপ্ত মেজর আহমেদ শরিফুল হোসেন, অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল এ এম রাশেদ চৌধুরী, লে. কর্নেল এ কে এম মহিউদ্দিন (ল্যান্সার), অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল এস এইচ বি এম নূর চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল মো. আজিজ পাশা, অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন মো. কিসমত হাসেম, অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন নাজমুল হোসেন আনসার, অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদ ও রিসালদার মোসলেমউদ্দিনের ফাঁসির আদেশ বহাল রাখেন।

বিচারপতি মো. রুহুল আমিন তার রায়ে বলেছেন, এই মামলার বিষয়বস্তু শুধু তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িতে নিহত তার আত্মীয়স্বজন হত্যাকাণ্ড। যদিও এর সঙ্গে শেখ ফজলুল হক মনি ও মন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাড়ি ও ৩ নভেম্বর জেল হত্যার তিনটি ঘটনার উলে-খ রয়েছে। সে তিনটি ঘটনায় পৃথক মামলা হয়েছে।

তিনি রায়ে আরও বলেন, ষড়যন্ত্রের অকাট্য প্রমাণের প্রয়োজন নেই। বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ থাকলেই হবে- যে কোনো ব্যক্তির কার্যক্রম, বিবৃতি ও লেখা অপরাধ সংগঠনে ষড়যন্ত্র করেছে। কোনো ব্যক্তি কথা বা কাজের মাধ্যমে ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে পারে। সকল ষড়যন্ত্রকারীকে অভিন্ন উদ্দেশ্যে একমত হতে হবে।

বিচারপতি রুহুল আমিন রায়ে বলেন, দণ্ডবিধির ৩৪ ধারার অভিন্ন ইচ্ছার উপাদান হলো কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অপরাধমূলক কাজ করার জন্য কতিপয় ব্যক্তির মনের মিল। এরকম ইচ্ছা ঘটনাস্থলেও হতে পারে।

মামলা দায়েরের বিলম্বের যথেষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে উলে-খ করে রায়ে তিনি বলেন, দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের কোর্ট মার্শালে বিচার করা হয়েছে বলে আসামিপক্ষের যুক্তি বিবেচনার অবকাশ নেই। কারণ, কোর্ট মার্শাল হওয়ার বিষয়ে কোনো নথি উপস্থাপন করা হয়নি।

বিচারিক আদালত দণ্ডিতদের ফায়ারিং স্কোয়াডে প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের যে রায় দিয়েছেন সে বিষয়ে বিচারপতি মো. রুহুল আমিন রায়ে বলেন, এটা সত্য যে বিচারিক আদালত রায় কার্যকরের বিষয়ে প্রথম অংশে 'একটি ফায়ারিং স্কোয়াডে প্রকাশ্যে' মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের যে প্রক্রিয়ার কথা বলেছেন তা আইনে নেই। তাই ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের বিষয়টি বাতিল করা হল। তবে অপর অংশে বিচারিক আদালত 'ফাঁসিতে ঝুলাইয়া' মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের যে কথা বলেছেন তা বিদ্যমান প্রথা বলে বহাল রাখা হলো।

বিচারপতি খায়রুল হক সাক্ষ্য-প্রমাণ আলোচনা করে তার রায়ের অভিমতে বলেছেন, স্বাধীনতার সময় থেকেই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। সেনাবাহিনীকে অস্ত্র উদ্ধারের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু এই অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। গাজী গোলাম মোস্তফার ছেলের সঙ্গে অপ্রীতিকর ঘটনার কারণে মেজর ডালিম তার বাড়ি তল-াশি করে। এই কারণে মেজর ডালিম ও মেজর নূর চাকরি হারায়।

সাক্ষ্য-প্রমাণ আলোচনা করে তিনি আরও বলেন, ১৯৭৫ সালের মার্চে কুমিল-ার বার্ড বা দাউদকান্দিতে যে ষড়যন্ত্র শুরু হয় ফারুক-রশিদসহ মূল ষড়যন্ত্রকারীরা তা লালন করে। আর ১৯৭৫ সালের ১৪ আগস্ট রাতে ষড়যন্ত্র চূড়ান্ত রূপ পায় বালুরঘাট প্যারেড গ্রাউন্ডে।

বিচারপতি খায়রুল হক রায়ে বলেন, সাক্ষ্য প্রমাণে রয়েছে, ঘটনার সময় মেজর বজলুল হুদা, মেজর এ কে এম মহিউদ্দিন, মেজর নূর, মেজর আজিজ পাশা ও রিসালদার মোসলেমউদ্দিন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন। সৈয়দ ফারুক রহমান ট্যাংক নিয়ে সেনানিবাস থেকে রক্ষীবাহিনীর সদর দপ্তরের দিকে যায়। মেজর সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান ও মেজর ফারুক নাইট প্যারেডে ছিলেন। তিনি রায়ে দণ্ডিত অপর আসামিদের অবস্থান ও কার্যকলাপ তুলে ধরেন।

তিনি রায়ে আরও বলেন, সাক্ষ্য প্রমাণে দেখা যায়, আসামিদের উদ্দেশ্য ছিল তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা। এটি একটি সাধারণ হত্যাকাণ্ড নয়, এর ব্যাপক উদ্দেশ্য ছিল। হত্যাকারীরা জানত, এই হত্যাকাণ্ড দেশব্যাপী বিরূপ প্রভাব ফেলবে। তাই তারা একটি বিরাট ক্যানভ্যাসে পরিকল্পনা নিয়েছিল, যাতে এই হত্যাকাণ্ডের কেউ কোনো প্রতিবাদ না করতে পারে। হত্যাকাণ্ডের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা।

রায়ে বিচারপতি হক বলেন, যদিও কিছু আসামি হত্যাকাণ্ড স্থলের বেশ দূরে ছিল কিন্তু তাদের অভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রপতিসহ অন্যদের হত্যা করা।

তিনি রায়ে আরও বলেন, সাক্ষ্য প্রমাণে আরও দেখা যায়, পুরো সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী সরকারের প্রতি অনুগত ছিল। কেবল ফার্স্ট বেঙ্গল ল্যান্সার রেজিমেন্ট ও সেকেন্ড ফিল্ড আর্টিলারী রেজিমেন্টের হাতে গোনা কিছু কর্মকর্তা এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে।

রায়ের শেষ অংশে বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক বলেন, তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কিছু অসন্তুষ্ট সেনা কর্মকর্তা হত্যা করে। যেভাবে নৃশংস ও নির্দয়ভাবে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা হয় তাতে দণ্ড কমানোর কোনো সুযোগ নেই। দণ্ডিতদের কেউই অনুকম্পা পেতে পারে না।

তিনি আরও বলেন, বিচারিক আদালত ফায়ারিং স্কোয়াডে প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তিনি আদেশে এও বলেছেন, ওই প্রক্রিয়া কঠিন হলে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা যাবে। ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৬৮ ধারায় ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের কথা বলা হয়েছে। আইনে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরে অন্য কোনো বিধান নেই। তাই ফায়ারিং স্কোয়াডে প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের আদেশ আইনত নয় বলে সংশোধন করা হলো। দণ্ডিতদের ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৬৮ ধারার বিধানমতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে।

আনন্দ মিছিল- বুধবার গভীর রাতে ঢাকায় আনন্দ উল্লাস। যারা একদিন দম্ভ করে বলেছিলো বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ঢাকার রাস্তায় জনতা নামেনি। আজ তারা তাদের মৃত্যু দন্ডকার্যকরের আগেই জানতে পেরেছেন তাদের মৃত্যু দন্ড ঘোষণায় বাংলার মানুষ মিস্টি বিতরণ করেছে। আর তাদের ফাঁসি হবার পর মানুষ আনন্দ মিছিল করেছে।

ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ডের সেই রায়

ঢাকা, জানুয়ারি ২৭ (বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম)--বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় বিচারিক আদালত বরখাস্ত লে.কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান, অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খানসহ ১৫ আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলো।

১৯৯৮ সালের ৮ই নভেম্বর দেওয়া ওই রায়ে ফায়ারিং স্কোয়াডে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছিলো, এভাবে কার্যকরে কর্তৃপক্ষের কোন অসুবিধা থাকলে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ফাঁসিতে ঝুলিয়ে তা কার্যকর করা যাবে।

তৎকালীন ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ গোলাম রসুল এই রায় দেন। আদালত সাবেক প্রতিমন্ত্রী প্রয়াত তাহেরউদ্দিন ঠাকুরসহ চার আসামিকে খালাস দেয়।

রায়ে মৃত্যুদণ্ড পাওয়া অন্য আসামিরা হলেন- অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল মহিউদ্দিন আহমেদ (আর্টিলারী), পলাতক লে. কর্নেল আবদুর রশিদ, পলাতক মেজর বজলুল হুদা (বর্তমানে বন্দি), পলাতক বরখাস্ত লে. কর্নেল শরিফুল হক ডালিম, অবসরপ্রাপ্ত মেজর শরিফুল হোসেন ওরফে শরফুল হোসেন, অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল এ এম রাশেদ চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল মহিউদ্দিন আহমেদ (ল্যান্সার/ বর্তমানে বন্দি), অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল এস এইচ এম বি নূর চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল আবদুল আজিজ পাশা (প্রয়াত), ক্যাপ্টেন মো. কিসমত হাশেম, অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন নাজমুল হোসেন আনসার, অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন আবদুল মাজেদ, রিসালদার মোসলেমউদ্দিন ওরফে মোসলেহউদ্দিন।

রায়ের আদেশে বলা হয়, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোর ৫টার দিকে ধানমণ্ডির নিজ বাসভবনে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু, তার পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন ও অন্যদের ষড়যন্ত্র ও পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী গুলি করে হত্যা করার অপরাধে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

রায়ে আরো বলা হয়, "ঘটনার পর কোনো কোনো আসামি দেশ-বিদেশে নিজেদের আত্মস্বীকৃত খুনি হিসেবেও পরিচয় দিয়ে দাম্ভিকতা প্রকাশ করে। ঘটনাটি কেবল নৃশংস নয়, এই অপরাধ এমন একটি ক্ষতির কার্য যা শুধু ব্যক্তি বিশেষের জন্য নয়, বরং সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষেও এটা মারাত্মক ক্ষতি। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহ পরিণতির বিষয় স্বজ্ঞানে তারা ষড়যন্ত্রমূলক ও পরিকল্পিতভাবে এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে।"

"সুতরাং, তাদের প্রতি কোনো প্রকার সহানুভূতি ও অনুকম্পা প্রদর্শনের যুক্তি নেই। এই অনুকম্পা পাওয়ার কোনো যোগ্যতাও তাদের নেই। তাদের অপরাধের জন্য তাদের প্রত্যেককে দণ্ডবিধি ৩০২/৩৪ ধারা মতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো।"

রায়ে আসামি তাহের উদ্দিন ঠাকুর, অনারারি ক্যাপ্টেন আবদুল ওহাব জোয়ারদার, দফাদার মারফত আলী ও এল ডি আবুল হাশেম মৃধার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি বলে তাদের অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

পাঁচ খুনীরই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

ইশতেহারটি পূরণ হল। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পথভ্রষ্ট একদল সেনাসদস্য ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িতে অতর্কিতে হানা দিয়ে শিশুসন্তান রাসেল, স্ত্রী ফজিলাতুন্নেসা মুজিবসহ সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে। ঘটনার ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে মামলা হয়। বিচারিক আদালত এ মামলায় ১৫ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেন। আপিল বিভাগ ১২ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন। দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে ফাঁসির রায় কার্যকর হওয়ার বিষয়টি নিয়েও গতকাল দিনভর ছিল আলোচনা। ফাঁসি কার্যকর হবে কবে– এ প্রশ্ন ছিল সবার মুখে মুখে। সংবাদকর্মীদের দিনভর ছোটাছুটি ছিল জেলগেট থেকে সচিবালয়। সকালে সবার দৃষ্টি ছিল সুপ্রিমকোর্টের দিকে। দুপুরে সে দৃষ্টি চলে যায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের দিকে। বিকালে সচিবালয়ে, সবশেষে দৃষ্টি আটকায় বঙ্গভবনে গিয়ে। সাংবাদিকদের যেমন খবরের নেশা, তেমনি সাধারণ মানুষেরও জানার আগ্রহের শেষ ছিল না। অনেকেই যুগান্তর অফিসে ফোন করে জানতে চান কখন বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ফাঁসি কার্যকর হবে। সকালে প্রধান বিচারপতি মোঃ তাফাজ্জাল ইসলামের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের চার বিচারপতির বিশেষ বেঞ্চ পাঁচ খুনির রিভিউ আবেদন খারিজের আদেশ দেয়ার পর দুপুরে আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ সাংবাদিকদের বলেন, ৩১ জানুয়ারির মধ্যেই পাঁচ আসামির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে। সরকারের নীতিনির্ধারকদের গ্রিন সিগন্যাল পাওয়ার পরই দুপুরের পর কারা কর্তৃপক্ষ পাঁচ আসামির আত্মীয়স্বজনকে খবর দিয়ে কারাগারে নেন। একে একে পাঁচ আসামি জীবনের শেষ কথা বলে নেন তাদের পরিবার-পরিজনের সঙ্গে।

রিভিউ পিটিশন খারিজ হওয়ার পর বেলা ১টায় আইন মন্ত্রণালয়ে এক জরুরি সভা আহ্বান করা হয়। আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, আইন প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামসুল হক টুকু, স্বরাষ্ট্র সচিব আবদুস সোবহান সিকদার, আইন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আনোয়ারুল হক, আইজি প্রিজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আশরাফুল ইসলাম ও জেল সুপার তৌহিদুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক চলাকালে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি কর্নেল (অব.) সৈয়দ ফারুক রহমানের প্রাণভিক্ষার আবেদন আইন মন্ত্রণালয়ে আসে। আইন মন্ত্রণালয় তাদের মতামত চূড়ান্ত করে। আইন মন্ত্রণালয় বলেছে, জাতির পিতাকে হত্যার মতো জঘন্য অপরাধে আসামিকে প্রাণভিক্ষা দেয়া যায় না। পরে আইন মন্ত্রণালয় থেকে ফাইলটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে পাঠানো হয়। প্রধানমন্ত্রীও প্রাণভিক্ষা আবেদন না করার ব্যাপারে সুপারিশ করেন। পরে রাষ্ট্রপতির কাছে সৈয়দ ফারুক রহমানের প্রাণভিক্ষার আবেদন পাঠিয়ে দেয়া হয়। রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল-ুর রহমান প্রাণভিক্ষার আবেদন নাকচ করে দিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ফাইল ফেরত পাঠান। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সন্ধ্যায় ফাইলটি কারা কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এই পুরো প্রক্রিয়াটি শেষ হতে সময় লাগে মাত্র দেড় ঘন্টা আইন মন্ত্রণালয়ের বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, বৈঠকে জেল কোড অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের ফাঁসির আদেশ কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। জেল কোডের ৯৯১ ধারা ৬ উপধারা অনুযায়ী ফাঁসির আদেশ কার্যকর করার আদেশ দেয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আদেশ অনুযায়ী বুধবার রাতেই মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ৫ আসামির ফাঁসির আদেশ কার্যকর হয়।

এর আগে রিভিউ পিটিশন বাতিল হওয়ার আদেশটি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয় বুধবার বেলা ১১টার দিকে। আদেশ প্রাপ্তির পরপরই মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ৫ আসামিকে আদেশটি পাঠ করে শোনানো হয়। আত্মীয়-স্বজনকে লাশ গ্রহণ করার জন্য রাতেই কারাগারের সামনে ডেকে আনা হয়।

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ঘাতকদের ফাঁসি কার্যকরের জন্য সব প্রস্তুতি গ্রহণ করে কারা কর্তৃপক্ষ। দুই দফা রিহার্সেল শেষে তাদের তৈরি থাকতে নির্দেশ দিয়েছে কারা কর্তৃপক্ষ।

অন্যদিকে বুধবার উচ্চ আদালত দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের রিভিউ আবেদন খারিজ করে দেয়ার পর দেশের ৬৭টি কারাগারে 'রেড এলার্ট' জারি করা হয়েছে। এছাড়া পুলিশ সদর দফতর থেকে সারাদেশে আইন-শৃংখলা বাহিনীকে দেয়া হয় সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার নির্দেশ। বিশেষ নিরাপত্তার আওতায় নেয়া হয় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারকে। জল-াদ কাহিনী : সংশি-ষ্ট সূত্রগুলো বলেছে, ঐতিহাসিক বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত ৫ খুনির ফাঁসির রায় কার্যকরের জন্য ১০ জল-াদের একটি প্যানেল তৈরি করেছে কারা কর্তৃপক্ষ। প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত এ ১০ জনের মধ্য থেকে ৫ জল-াদ দণ্ডপ্রাপ্ত ৫ আসামির ফাঁসি কার্যকর করেন। এরা হচ্ছেন– শাহাজাহান, রাজু, সানোয়ার, ফারুক ও হাফিজ। বাকি ৫ জল-াদকে অতিরিক্ত হিসেবে প্রস্তুত রাখা হয়। সূত্র বলেছে, সর্বশেষ ২০০7 সালে একটি হত্যা মামলায় মুন্সীগঞ্জে রিপনের ফাঁসির রায় কার্যকরের পর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায় কার্যকর করা হল।

ফারুকের আবেদন

রিভিউ আবেদন খারিজের পর মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অন্যতম আসামি কর্নেল (অব.) ফারুক রহমান রাষ্ট্রপতির কাছে ইংরেজিতে লেখা আবেদনে তিনটি কারণ উলে-খ করেন। তিনি বলেন, প্রথমত, তার অবর্তমানে তার বৃদ্ধা মা মাহমুদা রহমানকে দেখার কেউ নেই। দ্বিতীয়ত, তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং স্বাধীনতার পর দেশ পুনর্গঠনে কাজ করেছেন এবং তৃতীয়ত, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘটে যাওয়া ঘটনার জন্য তিনি দুঃখিত। কারা কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে ওই আবেদন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দেয়। সন্ধ্যায় বিষয়টি নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আইজিপি ও আইজি প্রিজন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জরুরি বৈঠকে বসেন। পরে তার এ আবেদন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যমে বঙ্গভবনে পৌঁছানোর পর রাত ৮টার দিকে রাষ্ট্রপতি ফারুক রহমানের করা আবেদন নাকচ করে দেন। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে রাষ্ট্রপতির ওই নির্দেশ জেল গেটে পৌঁছে দেয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

ফাঁসির প্রস্তুতি যেভাবে শুরু

কারা সূত্রে জানা গেছে, ৩ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কারাবন্দি পাঁচ আসামির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পরোয়ানা হাতে পাওয়ার পর দিন গণনা শুরু করে কারা কর্তৃপক্ষ। শুরু হয় আনুষঙ্গিক কাজ। প্রথম দফায় কারা কর্তৃপক্ষ জল-াদ নির্বাচিত করার কাজ শুরু করে। প্রাথমিকভাবে বাছাইয়ের পর সবচেয়ে পুরনো বন্দিদের মধ্য থেকে ১৫ জনের একটি তালিকা করা হয়। এসব বন্দিকে বিভিন্ন মামলায় একেকজনের ২৫ থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত দণ্ড হয়েছে এবং এর আগে ফাঁসির দণ্ড কার্যকর করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। সর্বশেষ ১৫ জনের মধ্য থেকে ১০ জনকে প্রাথমিকভাবে চূড়ান্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত শাহাজাহানের এ পর্যন্ত ১৩টি ফাঁসি কার্যকরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তার বাড়ি নরসিংদী জেলায়। ৫০ বছর বয়সী শাহাজাহান সর্বশেষ খুলনার এরশাদ শিকদারের ফাঁসির রায় কার্যকর করেন। অপরজন হচ্ছেন ৪৭ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি পিরোজপুরের মোখলেস। নব্বইয়ের দশকে ডা. মনিরের ফাঁসি কার্যকর করেন মোখলেস। সম্প্রতি দুই জঙ্গি নেতাসহ ৯টি ফাঁসি কার্যকরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। পিরোজপুরের বাসিন্দা মোখলেস ডাকাতি, হত্যা, ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় ৪৭ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি। প্রায় ২৪ বছর ধরে সে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি রয়েছে। অপর জল-াদ ফারুক ও হাফিজ সর্বশেষ কাশিমপুর ও ময়মনসিংহে শায়খ আবদুর রহমানসহ ৬ জঙ্গি নেতাকে ফাঁসি দিয়েছেন।

কঠোর নজরদারিতে ৫ ঘাতক

পলাতক খুনিরা কে কোথায়

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার পলাতক খুনিদের দেশে ফিরিয়ে আনতে কাজ করে যাচ্ছে সরকার। আওয়ামী লীগ সরকারের ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে কাজটি করেছিল পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র এবং আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে গঠিত একটি দল। সে সময় থাইল্যান্ডের সঙ্গে প্রত্যপর্ণ চুক্তি সইয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে ফেরত আনা হয়েছিল মেজর (অব.) বজলুল হুদাকে। এবার খুনিদের ফেরত আনার কাজটি এককভাবে করছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। খুনিদের অবস্থান নিশ্চিত এবং তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া উলে-খ করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের সবগুলো বৈদেশিক মিশনকে নির্দেশ দিয়েছে। এর পাশাপাশি খুনিদের দেশে ফিরিয়ে আনতে ইন্টারপোলের সহায়তা চেয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তবে একটি সূত্র জানিয়েছে, খুনিরা ঘন ঘন স্থান পরিবর্তন করে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, কেউ কেউ নিজের নাম পরিবর্তন করে ও পরিচয় গোপন রেখেও আত্মগোপন করে রয়েছে। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় দোষী সাব্যস্ত ও পালিয়ে থাকা সাত খুনির মধ্যে লে. কর্নেল খন্দকার আবদুর রশিদ ও রিসালদার মোসলেমউদ্দিন কোনো দূতাবাসে চাকরি নেননি। অন্য পাঁচজন অর্থাৎ লে. কর্নেল শরিফুল হক ডালিম, কর্নেল এএম রাশেদ চৌধুরী, লে. কর্নেল এসএইচএমবি নূর চৌধুরী, লে. কর্নেল আবদুল আজিজ পাশা ও ক্যাপ্টেন আবদুল মাজেদ প্রত্যেকেই একাধিকবার বাংলাদেশ মিশনে কাজ করেছেন। এদের মধ্যে জিম্বাবুয়েতে ২০০২ সালে মারা যায় আজিজ পাশা। পালিয়ে থাকা এসব খুনিদের দেশে ফিরিয়ে আনতে কী ধরনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, জানতে চাইলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, তাদের অবস্থান কোথায় এবং কীভাবে দেশে এনে তাদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে, সে ব্যাপারে আমরা সবগুলো মিশনকে নির্দেশ পাঠিয়েছি। ওই কর্মকর্তা জানান, খুনিরা বিভিন্ন সময় অবস্থান পরিবর্তন করায় তাদের অবস্থান নিশ্চিত করা কিছুটা কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই এ ব্যাপারে কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে।

পররাষ্ট্র সচিব মোহাম্মদ মিজারুল কায়েস সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'খুনিদের দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া চলছে। পুরো বিষয়টি সংবেদনশীল হওয়ায় কীভাবে আমরা তাদের দেশে ফিরিয়ে আনব, সেটা এখনই বলতে চাই না।'

কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে, পালিয়ে থাকা ওইসব খুনি যুক্তরাষ্ট্র, লিবিয়া ও কানাডায় অবস্থান করছে। তবে মন্ত্রণালয়ের কাছে দু'জনের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট তথ্য আছে। এদের মধ্যে লে. কর্নেল এএম রাশেদ চৌধুরী এখন যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে অবস্থান করলেও কানাডায় রাজনৈতিক আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করছে। বেশ কিছুদিন জার্মানিতে লুকিয়ে থাকার পর লে. কর্নেল এসএইচএমবি নূর চৌধুরী রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়েছেন কানাডায়। মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র এ প্রতিবেদককে জানান, রাশেদ চৌধুরীকে দেশে ফেরত আনার ব্যাপারে মার্কিন সরকারকে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে অনুরোধ জানানো হয়েছে। প্রত্যর্পণ চুক্তির অভাবে খুনিদের কোন প্রক্রিয়ায় ফেরত আনা হবে জানতে চাইলে একজন কর্মকর্তা বলেন, 'আইনি কাঠামো না থাকলেও আমরা যুক্তরাষ্ট্র থেকে অভিযুক্ত মেজর মহিউদ্দিনকে দেশে ফিরিয়ে এনেছি। রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন প্রত্যাখ্যান হওয়ার পর আমাদের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়। কাজেই চুক্তি না থাকাটা ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত খুনিদের দেশে ফেরত আনার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নয়। আমরা কূটনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যমে বিষয়টির সুরাহা করতে পারি।'

অন্য চারজন কোথায় আছেন, জানতে চাইলে সূত্র জানায়, সর্বশেষ কে কোথায় অবস্থান করছেন, এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ও আনুষ্ঠানিক কোন তথ্য তাদের কাছে নেই। তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী জানা গছে, এরা লিবিয়া ও পাকিস্তানে অবস্থান করছেন। এদের মধ্যে লে. কর্নেল খন্দকার আবদুর রশিদ অবস্থান করে মূলত লিবিয়ার বেনগাজি শহর থেকে পাকিস্তানে। লে. কর্নেল শরিফুল হক ডালিমের ব্যবসাসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড কেনিয়াকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হলেও তিনি মাঝেমধ্যে লিবিয়া ও ইউরোপে যাতায়াত করেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের ধারণা, ক্যাপ্টেন আবদুল মাজেদ লিবিয়ার বেনগাজি ও পাকিস্তানে এবং রিসালদার মোসলেম উদ্দিনের অবস্থান লিবিয়ায়। আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় আসার পর আত্মস্বীকৃত খুনিদের দেশে ফিরিয়ে আনতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব ওয়ালিউর রহমানকে সমন্বয়কারী করে একটি সেল গঠন করা হয়। সরকার ওই সময় প্রজ্ঞাপন জারি করে বিভিন্ন মিশনে দায়িত্ব পালনকারী আত্মস্বীকৃত খুনিদের চাকরিচ্যুত করা হয়।

বঙ্গবন্ধু মামলার হাইকোর্টের চূড়ান্ত রায়ে যা আছে

ঢাকা, জানুয়ারি ২৭ (বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম)-- স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলার চূড়ান্ত বিচারে হাইকোর্ট ১২ আসামির মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখে। খালাস দেয় তিন আসামিকে।

২০০১ সালের ৩০ এপ্রিল হাইকোর্টের তৃতীয় বেঞ্চের বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিম এ রায় দিয়েছিলেন।

হাইকোর্টের সেই চূড়ান্ত রায়ে বরখাস্ত লে. কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান, অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান, অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল খন্দকার আবদুর রশিদ, অবসরপ্রাপ্ত মেজর বজলুল হুদা, অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল শরিফুল হক ডালিম, অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল এ এম রাশেদ চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল এ কে এম মহিউদ্দিন আহমেদ (ল্যান্সার), অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল এস এইচ বি এম নূর চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল মো. আজিজ পাশা, অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল মহিউদ্দিন আহমেদ (আর্টিলারি), রিসালদার মোসলেমউদ্দিন ও অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদকে দেওয়া নি্ন আদালতের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা হয়।

ক্যাপ্টেন মো. কিসমত হাসেম, অবসরপ্রাপ্ত মেজর আহমেদ শরিফুল হোসেন ও অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন নাজমুল হোসেন আনসারের ফাঁসির আদেশ বাতিল করে হাইকোর্ট।

রায়ের শেষ অংশে হাইকোর্ট অভিমতে বলেছিল, ১২ সেনা কর্মকর্তার চাকরি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আত্মীকরণ করা হয়েছিল বলে সরকার পক্ষ সাক্ষ্য উপস্থাপন করেছে। তারা হল, মেজর শরিফুল হক, মেজর আজিজ পাশা, মেজর এ কে এম মহিউদ্দিন, মেজর বজলুল হুদা, মেজর রাশেদ চৌধুরী, মেজর নূর চৌধুরী, মেজর আহমেদ শরিফুল হোসেন, মেজর সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান, ক্যাপ্টেন মাজেদ, লে. নাজমুল হোসেন আনসার, ক্যাপ্টেন কিসমত হাসেম ও অপর একজন।

অভিমতে বলা হয়, এই সাক্ষ্য প্রমাণ করে না যে, দণ্ডিত আসামিরা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের হত্যাকান্ডের পুরস্কার হিসেবে তা পেয়েছিলেন। কারণ, ওই সাক্ষ্য ঘটনার প্রায় এক বছর পরের। এর মধ্যে অপর তিনটি ঘটনা ঘটে গেছে।

এর একটি জেলহত্যা, অপর দু'টি ৩ নভেম্বর ও ৭ নভেম্বরের ঘটনা। পারিপার্শ্বিক অবস্থায় এই সুনির্দিষ্ট 'ইনফারেন্সে' আসা যায় না যে, সেই ঘটনার সকালে, এই আসামিরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল।

অভিমতে আরও বলা হয়, সরকার পক্ষ এই আসামিদের বিরুদ্ধে সন্দেহাতীতভাবে অভিযোগ প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছে। আসামিরা সেই সন্দেহের সুবিধা পাবে, যদি না সরকার পক্ষ অপর কোন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য দিয়ে সেই সন্দেহ দূর না করে। কিন্তু বর্তমান মামলায় সেই সন্দেহ দূর করার জন্য সরকার পক্ষ কোন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য উপস্থাপন করতে পারেনি।

রায়ে বলা হয়, ফৌজদারি আইনশাস্ত্রের মূলনীতি হলো, আসামি দোষী প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত তাকে নির্দোষ ধরে নিতে হয়।

অভিমতে আরও বলা হয়, সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার অপরাধ যদিও একটি বিদ্রোহ প্রকৃতির, তবু অপরাধের প্রকৃতি আবেগ দিয়ে প্রভাবিত নয়। আমরা কখনোই নিশ্চিতভাবে জানব না, দণ্ডিতরা ছাড়া আর কে বঙ্গবন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল। তাই এ মামলার সাক্ষ্য-প্রমাণ সতর্কতার সঙ্গে বিচার বিশে-ষণ করা প্রয়োজন।

রায়ে বলা হয়, বর্তমান হত্যা ও ষড়যন্ত্রের এ মামলায় বেশিরভাগ সাক্ষীই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে। অভিযুক্তদের অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে বের করতে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

হাইকোর্ট বলেছে, লে. কর্নেল ফারুক ও লে. কর্নেল শাহরিয়ার রশিদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি বিবেচনার বাইরে রাখা হয়েছে। কারণ, বিভক্ত রায়ে দুই বিচারপতি সেগুলো সত্য ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বলে একমত হতে পারেননি। তাই আমিও সেগুলো বিবেচনার বাইরে রাখছি।

লে. কর্নেল মহিউদ্দিন আহমদের (আর্টিলারি) অপর একমাত্র স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি সত্য ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রমাণিত হয়েছে। তাই এই জবানবন্দি কেবল তার বিরুদ্ধে যাবে। তবে মেজর আহমেদ শরিফুল হোসেইন, ক্যাপ্টেন কিসমত হাসেম ও ক্যাপ্টেন নাজমুল হোসেন আনসারকে জড়িয়ে তার এই স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ দিয়ে সমর্থিত না হওয়ায় এই তিন আসামির বিরুদ্ধে তা বিবেচনায় আনা হল না।

এই একই বিবেচনায় ঢাকার দায়রা জজ আদালত এ মামলায় দফাদার মারফত আলী ও এলডি আবুল হোসেন মৃধাকে খালাস দিয়েছিল।

সরকার পক্ষ সন্দেহাতীতভাবে অভিযোগ প্রমাণে ব্যর্থ হওয়ায় মেজর আহমেদ শরিফুল হোসেইন, ক্যাপ্টেন কিসমত হাসেম ও ক্যাপ্টেন নাজমুল হোসেন আনসারকে খালাস দেওয়া হল। তাদের মৃত্যুদন্ডের রায় বাতিল করা হল।

লে. কর্নেল (অব) মহিউদ্দিন আহমেদ (আর্টিলারি), ক্যাপ্টেন (অব) আব্দুল মাজেদ ও রিসালদার মোসলেমউদ্দিনকে দায়রা আদালত সঠিকভাবেই মৃত্যুদন্ডে দণ্ডিত করেছেন। তাদের ক্ষেত্রে ডেথ রেফারেন্স গ্রহণ করা হল। লে. কর্নেল (অব) মহিউদ্দিন আহমেদের (আর্টিলারি) আপিল খারিজ করা হল।

হাইকোর্ট এর আগে ২০০০ সালের ১২ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় বিভক্ত রায় দিয়েছিল। বিচারপতি মো. রুহুল আমিন নি্ন আদালতে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত ১৫ আসামির ১০ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখে পাঁচজনকে খালাস দিয়েছিলো।

অপর বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক ১৫ জনের মৃত্যুদণ্ডই বহাল রাখেন। বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিম হাইকোর্টের তৃতীয় বেঞ্চের বিচারপতি হিসেবে চূড়ান্ত রায় দেন।

আলোচিত ফাঁসির ঘটনা

অপরাধীর সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তাই প্রতিটি মৃত্যুদণ্ডের ঘটনাই কমবেশি আলোচিত হয়। তবে কোন কোন ঘটনা আবার আলোচনার ঝড় তোলে। মৃত্যুদণ্ডের পেছনে থেকে যায় স্মৃতি-বিস্মৃতির নানা ইতিহাস। বঙ্গবন্ধু হত্যামামলার আসামিদের ফাঁসি কার্যকর হওয়ার আগ পর্যন্ত ব্যাপক আলোচিত ফাঁসির ঘটনা ছিল শীর্ষ ৬ জঙ্গি নেতার ফাঁসি। সম্প্রতি এক রাতে ৬ জনের ফাঁসি কার্যকরের বিষয়টি সংখ্যার দিক থেকেও ছিল এগিয়ে। এ ছাড়াও কারও ফাঁসি কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানসপটে ভেসে ওঠে আলোচিত কিছু ফাঁসি কার্যকর হওয়ার ঘটনা। ২০০৭ সালের ২৯ মার্চ রাতে অতি গোপনীয়তায় দেশের ৪টি কারাগারে একযোগে ৬ জঙ্গির ফাঁসি কার্যকর হয়। ফাঁসির এই ঘটনা জানাজানি হলেও কারা কর্তৃপক্ষের লুকোচুরিতে ওই রাতে সংবাদকর্মীরা কোন রিপোর্ট করতে পারেননি। কোন কর্মকর্তার সুস্পষ্ট বক্তব্য না পাওয়ায় পরদিন ফলাও করে এ খবরটি প্রচার করতে হয়েছিল। ওই রাতে জেএমবির শূরা সদস্য আতাউর রহমানকে কাশিমপুর কারাগারে, আবদুল আউয়ালকে ময়মনসিংহ কারাগারে, শায়খ আবদুর রহমানকে কুমিল-া কেন্দ্রীয় কারাগারে, সিদ্দিকুল ইসলাম বাংলাভাইকে ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারে, খালেদ সাইফুল-াহকে পাবনা কেন্দ্রীয় কারাগারে ও ইফতেখার আল-মামুনের ফাঁসি কার্যকর হয় কাশিমপুর কারাগারে। ৬ জঙ্গি নেতার ফাঁসি কার্যকর হওয়ার আগ পর্যন্ত আলোচনায় ছিল খুলনার কুখ্যাত সন্ত্রাসী নরপিশাচ এরশাদ সিকদারের ফাঁসির রায় কার্যকর হওয়ার ঘটনাটি।

২০০৪ সালের ১১ মে মধ্যরাতে খুলনা কেন্দ্রীয় কারাগারে এরশাদ সিকদারের ফাঁসি কার্যকর হয়। এরশাদ সিকদার তার ফাঁসির আগে দম্ভোক্তি করেছিল– তাকে কেউ ফাঁসির মঞ্চে নিতে পারবে না। অথচ সেই এরশাদ সিকদার সুবোধ বালকের মতোই হেঁটে চলে গিয়েছিল মঞ্চে। তার ফাঁসি নিয়ে গ্রাম-গঞ্জে সবার মুখে মুখে ছিল নানা গুঞ্জন। দেশে সংঘটিত অনেক ফাঁসির ঘটনার কেচ্ছা, গান, কবিতাসহ নানা কাব্য রচনা হয়েছে। ১৯৯৩ সালে শহীদ সাংবাদিক নিজামুদ্দিনের মেয়ে শারমিন সুলতানা রীমা হত্যার দায়ে স্বামী মুনিরের ফাঁসির ঘটনা এখনও অনেকের স্মৃতিতে ভাসে।

দেশ স্বাধীনের পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৪শ' জনের ফাঁসি কার্যকর হয়েছে। সবচেয়ে বেশিসংখ্যক ফাঁসি কার্যকর হয় ১৯৭৭ সালে। ওই বছর ২৪৭ জনকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। আবার এমন অনেক বছরও গেছে যে বছর একটি ফাঁসিও কার্যকর হয়নি।

১৯৮৭ সালে গৃহপরিচারিকার সঙ্গে পরকীয়ার জের ধরে স্ত্রী সালেহাকে হত্যার দায়ে ডা. ইকবালের ফাঁসির ঘটনা ছিল আলোচিত।

১৯৭৭ সালে সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহের দায়ে শতাধিক সেনা কর্মকর্তাকে ফাঁসি দেয়া হয়। ওই বছর ১৮ অক্টোবর ৩৭ জন, ২৬ অক্টোবর ৫৬ জন, ১৮ নভেম্বর ৩৭ জনের ফাঁসি কার্যকর করা হয়। ১৯৭৬ সালের ১৭ জুলাই কর্নেল (অব.) তাহেরকে বিশেষ সামরিক আদালতে ফাঁসির ঘটনায় বেশ তোলপাড় সৃষ্টি হয়। চট্টগ্রামে বিদ্রোহ ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের হত্যার দায়ে ১৯৮১ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ১২ জন সেনা কর্মকর্তার ফাঁসির আদেশ কার্যকর হয়। ব্রিগেডিয়ার মোহসেন উদ্দিন, কর্নেল রশিদ, কর্নেল নওয়াজেশ, লে. কর্নেল দেলোয়ার হোসেন, মেজর কাজী মোমিনুল হক, মেজর গিয়াস উদ্দিন, মেজর রওশন ইজদানি, মেজর মুজিবুর রহমান, ক্যাপ্টেন জামিল হক ও লে. রফিকুল হাসানের ফাঁসির ঘটনাও ছিল আলোচিত। এ ছাড়াও ১৯৮২ সালের ২৩ জানুয়ারি সামরিক আদালতে গলা কাটা কামালের ফাঁসি, ১৯৮০ সালের ৩ জুন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কিশোরগঞ্জের চার জেলে হত্যার দায়ে একসঙ্গে ৪ জনের ফাঁসি কার্যকরসহ বেশকিছু ফাঁসি কার্যকরের ঘটনা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

এক মঞ্চেই পাঁচ জনের ফাঁসি

ফাঁসির মঞ্চকে সাজানো হয় সুনিপুণভাবে। এক মঞ্চেই কার্যকর করা হয় পাঁচ খুনির ফাঁসি। মঞ্চ ঘিরে অবস্থান নেয় কারা কর্তৃপক্ষ, আইন-শৃংখলা বাহিনী, চিকিৎসক ও প্রশাসনের ৬টি দফতরের প্রতিনিধি। এদের সবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে মঞ্চের দিকে। ফাঁসি কার্যকর করতে মঞ্চে আসামিকে নেয়ার আগে সংশি-ষ্ট কারাগারের সুপার গিয়ে আগেই তাকে অবহিত করেন। তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের ফরমায়েশ পড়ে শোনান। এর কিছুক্ষণ পরই তাকে জমটুপি পরিয়ে দেয়া হয়। বেঁধে ফেলা হয় দুটি হাত। কারারক্ষীরা তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যান মঞ্চে। সঙ্গে সঙ্গে একজন জল-াদ তার পা দুটি সজোরে ধরে ফেলেন। আরেকজন পায়ে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলেন।

এর আগেই মঞ্চের সামনে হাজির হয়ে যান জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা তার প্রতিনিধি, পুলিশ সুপার বা তার প্রতিনিধি, সিভিল সার্জন বা তার প্রতিনিধি, কারা হাসপাতালের একজন চিকিৎসক, জেল সুপার, জেলার ও ডেপুটি জেলার, মঞ্চের পাশে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে সুসজ্জিত সশস্ত্র ১৫ থেকে ২০ জনের কারারক্ষীর একটি দল। সেখানে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করা হয়। এ সময় জল-াদ আসামির দিকে এক নিরিখে তাকিয়ে থাকেন। বড় বড় ফাঁসি কার্যকর করার সময় কারা অধিদফতরের ডিআইজি এবং সিনিয়র কর্মকর্তারাও উপস্থিত থাকেন।

তার সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যান জেল সুপার। তার হাতে থাকে লাল একটি রুমাল। তিনি রুমালটি উঁচু করে ধরে রাখেন। যখনই রুমালটি ছেড়ে দেন, তা মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জল-াদ রশি ধরে টান মারেন। এখানেই ফাঁসির প্রক্রিয়া শেষ। এর আগে ২৪ ঘণ্টায় কিছু প্রক্রিয়া ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন কারা কর্তৃপক্ষ। সাধারণত এ সময়ের মধ্যে আসামি কিছু খেতে চাইলে তা খাওয়ানোর চেষ্টা করা হয়। এসব ক্ষেত্রে আসামির আত্মীয়-স্বজনদের দেয়া খাবার চিকিৎসক দিয়ে পরীক্ষা করে খাওয়ানো হয়। খাওয়া-দাওয়া শেষে আসামিকে গোসল করানো হয়। গোসলের সঙ্গে সঙ্গে ডেকে আনা হয় একজন ইমামকে। তিনি এসে আসামিকে তাওবা পড়ান। এ সময় কোন কোন আসামি তার ইচ্ছা অনুযায়ী দু'রাকাত নফল নামাজও পড়ে থাকেন।

সাপ্তাহিক বর্ণমালা
Weekly Bornomala
সময়ের নির্ভিক সাক্ষী

বর্ণমালা'য় আপনার বিজ্ঞাপন দিয়ে সর্বাধিক ক্রেতার কাছে পৌঁছে যান।
যোগাযোগ করুন
Tel: 347-573-2355
Fax: 718-307-7042